জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৬ জুন ২০১৯ (**বুধবার**)

[**সময়কালঃ** ২৬.০৬.২০১৯–০২.০৭.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশে সক্রিয় আছে এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা দুর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় রয়েছে। ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। ৩০ জুনের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। খুলনা বিভাগ এবং টাংগাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজশাহী, পাবনা ও দিনাজপুর জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, এটা কিছু জায়গায় প্রশমিত হতে পারে। বিগত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া এবং আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বভাসের ওপর ভিত্তি করে, বৃষ্টি হতে পারে এমন জেলাগুলোর জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো।

ধান

আমনের বীজতলা পর্যায়

আউশ ধানের কুশি পর্যায়

আমন ধান:

বীজতলা তৈরি করুন।

খোলা জায়গা ও উঁচু জমিতে বীজতলা করতে হবে যাতে জলাবদ্ধতার ঝুঁকি কম থাকে। উঁচু জমি না থাকলে ভাসমান বীজতলা তৈরি করুন।

ব্রি ধান ৩৩, ৪৯, ৫১, ৫২, ৩৯ এবং ৮৭ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভাল চারা পাওয়ার জন্য প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

মূল জমির কাছে ছোট পুকুর তৈরি করুন যাতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায় এবং সেই পানি শুকনো সময়ে ব্যবহার করা যায়।

আউশ ধান: কুশি পর্যায়

প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিন এবং জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।

বৃষ্টিপাতের পর আগাছা নিধন করুন।

মাজরা পোকা ও পাতা মোড়ানো পোকা এবং ব্লাস্ট ও ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।

আরও তথ্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

পাট

পাটের বাড়ন্ত পর্যায়

পাট বাড়ন্ত পর্যায়

সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।

বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে -

- ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে
- আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে
- প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে

সেমিলুপার আক্রমণ করলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বৃষ্টিপাতের পর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

ঢেড়শের বাড়ন্ত/ফল আসা পর্যায়

সবজি (বেগুন, চিচিংগা, শসা, করল্লা, ঝিঙা, বরবটি, ও ঢেঁড়শ : বাড়ন্ত/ফল আসা পর্যায়

- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- ঢেঁড়শ এর মাইট দমনের জন্য বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১.৫-২ মিলি ইথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চিচিংগা, শশা, ঝিঙা ও করল্লার জমিতে নির্দিষ্ট সময় পর পর হাত দিয়ে আগাছা নিধন করতে হবে।
- চিচিংগা, কাকরোল ও মিষ্টি কুমড়ায় খুব সকালে ও ঝিঙায় বিকেলে হাত দিয়ে পরাগায়ন করালে শতভাগ ফল আসা নিশ্চিত করা যায়।

মাছ

পুকুরের চারপাশে উঁচু করে বাঁধ দিন। সম্ভব হলে জাল অথবা বাঁশের চাটাই দিয়ে পুকুর ঘিরে দিন যাতে আকস্মিক বন্যার পানিতে ভেসে যেতে না পারে।
যেহেতু পুকুরে ইতোমধ্যে পানি জমতে শুরু করেছে, মাছের পোনা ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হলো।
আরও পরামর্শের জন্য নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

গবাদি পশু

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে।
নিয়মিত বিরতিতে টীকা ও কৃমিনাশক দিন।
আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে গলাফোলা, তড়কা, বাদলা, ক্ষুরা রোগ দেখা দিতে পারে, টীকা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো।
দুই পাশে উন্মুক্ত পরিবেশ রাখুন যাতে এমোনিয়া জমতে না পারে।
আরও পরামর্শের জন্য নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

হাঁসমুরগী

মুরগীর বাচ্চা শুষ্ক স্থানে রাখুন। নিয়মিত বালাইনাশক স্প্রে করুন।
রাণীক্ষেত রোগ থেকে রক্ষা পেতে ০১ সপ্তাহ বয়সী বাচ্চাকে এবং গামবোরো রোগ থেকে রক্ষা পেতে ০২ সপ্তাহ বয়সী বাচ্চাকে টীকা দিন।
আরও পরামর্শের জন্য নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

যেহেতু অনেক জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ প্রযোজ্য:

গবাদি পশু

জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, কাজেই গবাদি পশুকে রক্ষায় শেডের ওপর খড়, শুকনো নারকেল পাতা দিয়ে ঢেকে দিন এবং দুপুরবেলা শেডের ওপর ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।
শেডের চারপাশে ভেজা চটের ব্যাগ ঝুলিয়ে দিন যাতে গবাদি পশু সরাসরি উত্তপ্ত বাতাস থেকে রক্ষা পায়।
গবাদি পশুর জন্য পর্যাপ্ত পানি পানের ব্যাবস্থা রাখুন।

হাঁসমুরগী

মৃদু তাপপ্রবাহের কারণে তাপদাহ থেকে বাঁচাতে-

- খুব সকালে ও শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- শেডের ভেতরে যথাযথ বায়ু চলাচলের জন্য হাঁসমুরগীর সংখ্যা সীমিত রাখতে হবে
- খাঁচা ঠান্ডা রাখার জন্য চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন

** জেলা পর্যায়ের বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া বুলেটিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২৬ জুন, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২৫ জুন, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৬ জুন, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০		২৮.৬	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৮.০	২৮.৮
	টাঙ্গাইল	০০		২৭.২		ঈশ্বরদী	০০	৩৬.৪	২৮.৫
	ফরিদপুর	০০		২৭.৩		বগুড়া	সামান্য	৩৫.৫	২৮.২
	মাদারীপুর	০০		২৮.০		বদলগাছী	০৪	৩৫.৬	২৮.০
	গোপালগঞ্জ	০০		২৮.০		তাড়াশ	০০	৩৫.৫	২৮.৪
	নিক্‌লি	০০		২৮.৪					
					রংপুর	রংপুর	২৭	৩৪.০	২৫.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০		২৮.৮		দিনাজপুর	০০	৩৬.০	২৭.৭
	নেত্রকোনা	০০		২৭.৯		সৈয়দপুর	১৭	৩৫.০	২৪.৯
						তেঁতুলিয়া	২৬	৩১.০	২৪.৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০		২৬.১		ডিমলা	০৭	৩২.২	২৫.০
	সন্দ্বীপ	০০		২৮.৭		রাজারহাট	৫৪	৩২.২	২৩.৬
	সীতাকুন্ড	০০		২৮.০					
	রাঙ্গামাটি	২৯		২৬.০	খুলনা	খুলনা	০০	৩৭.৮	২৯.০
	কুমিল্লা	০০		২৮.০		মংলা	০০	৩৭.০	২৮.০
	চাঁদপুর	০০		২৭.৩		সাতক্ষীরা	০০	৩৬.৪	২৯.০
	মাইজদীকোর্ট	০০		২৮.৫		যশোর	০০	৩৭.৬	২৮.০
	ফেনী	০১		২৮.৪		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩৬.৭	২৮.০
	হাতিয়া	০০		২৮.১		কুমারখালী	০০	৩৬.৪	২৮.৮
	কক্সবাজার	০০		২৯.২					
	কুতুবদিয়া	০১		২৯.১		বরিশাল	০০	৩৫.৫	২৮.০
	টেকনাফ	০০		২৬.০	বরিশাল	পটুয়াখালী	সামান্য	৩৫.৯	২৮.৪
						খেপুপাড়া	০০	৩৪.৭	২৯.৩
সিলেট	সিলেট	৮৮		২৫.০		ভোলা	০০	৩৫.০	২৮.৩
	শ্রীমঙ্গল	০০		২৮.৩					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৪.৩০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৪৩ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপ-প্রবাহঃ টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজশাহী, পাবনা ও দিনাজপুর অঞ্চলসহ খুলনা বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা কিছু কিছু জায়গায় প্রশমিত হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সেঃ হ্রাস পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২৬ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত) তাপমাত্রার স্থানিক বন্টন

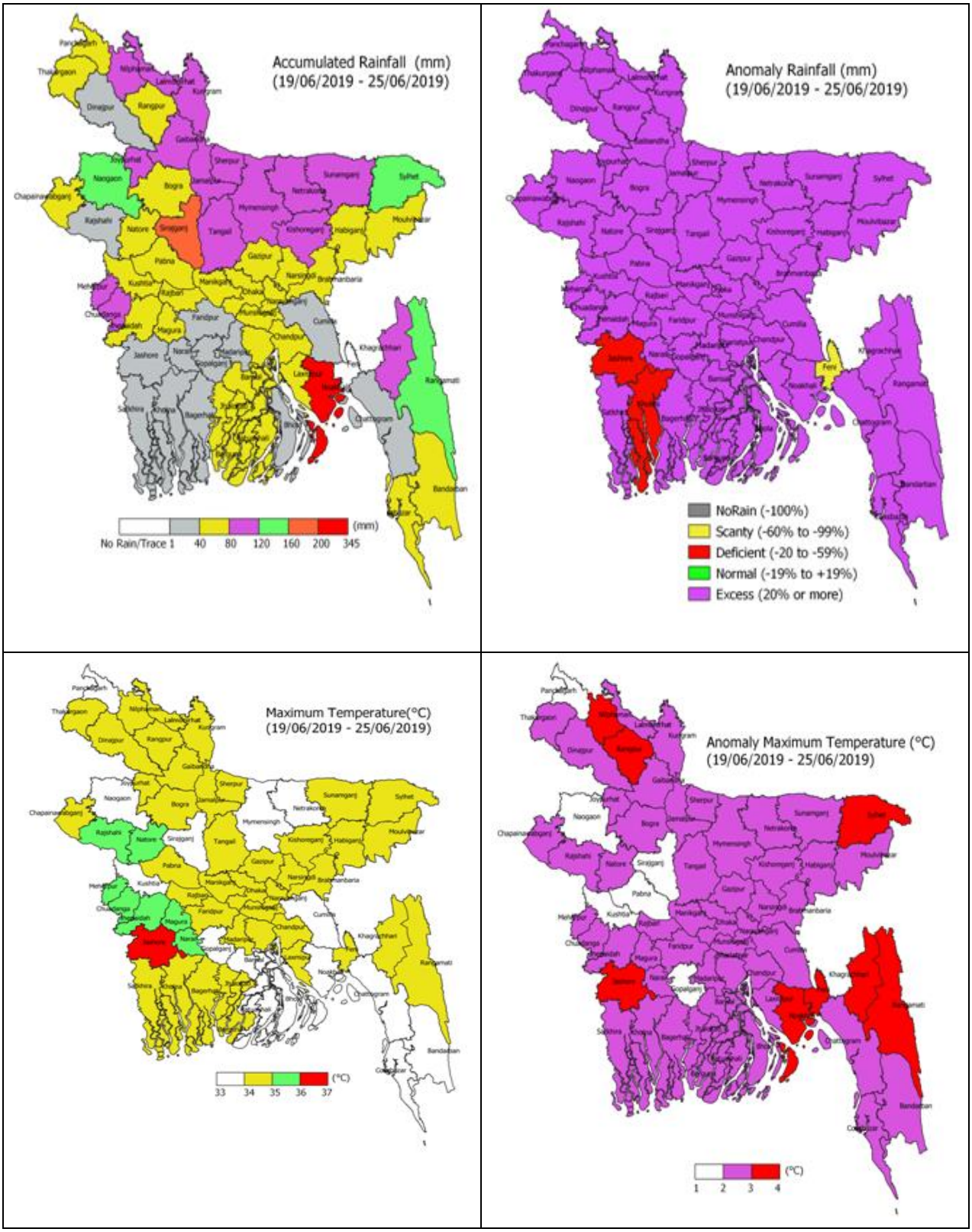

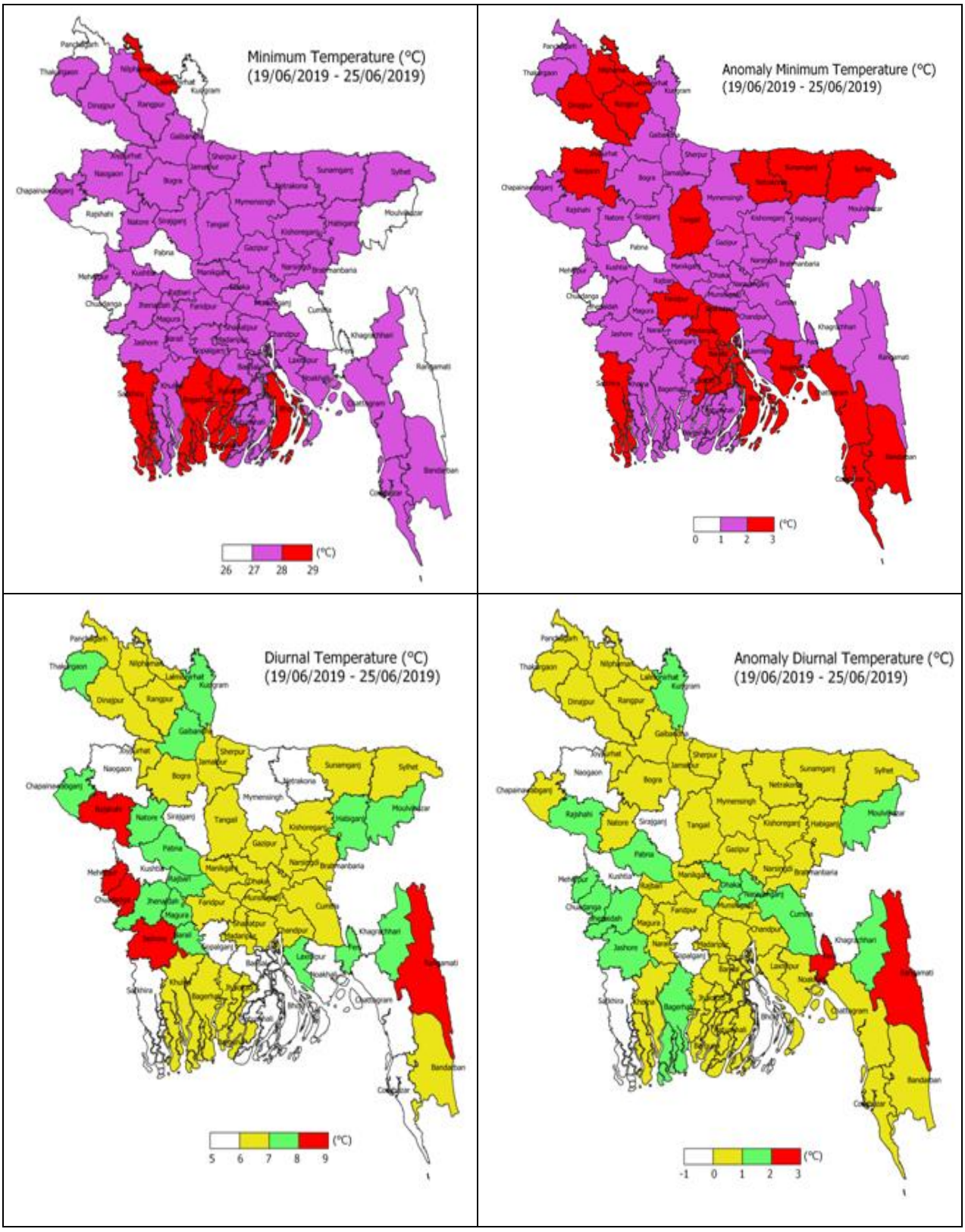
Minimum Temperature (°C)
(19/06/2019 - 25/06/2019)
(°C)
26 27 28 29
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(19/06/2019 - 25/06/2019)
(°C)
0 1 2 3
Diurnal Temperature (°C)
(19/06/2019 - 25/06/2019)
(°C)
5 6 7 8 9
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(19/06/2019 - 25/06/2019)
(°C)
-1 0 1 2 3

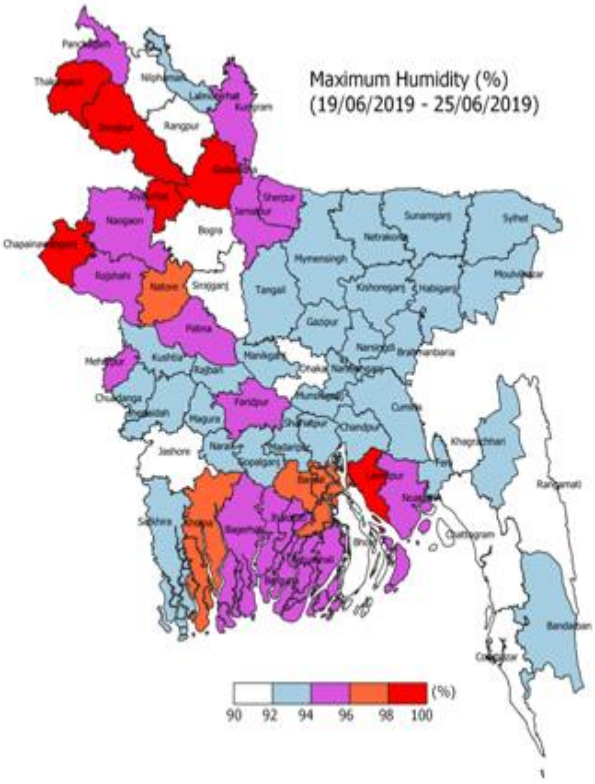
Maximum Humidity (%)
(19/06/2019 - 25/06/2019)
(%)
90 92 94 96 98 100

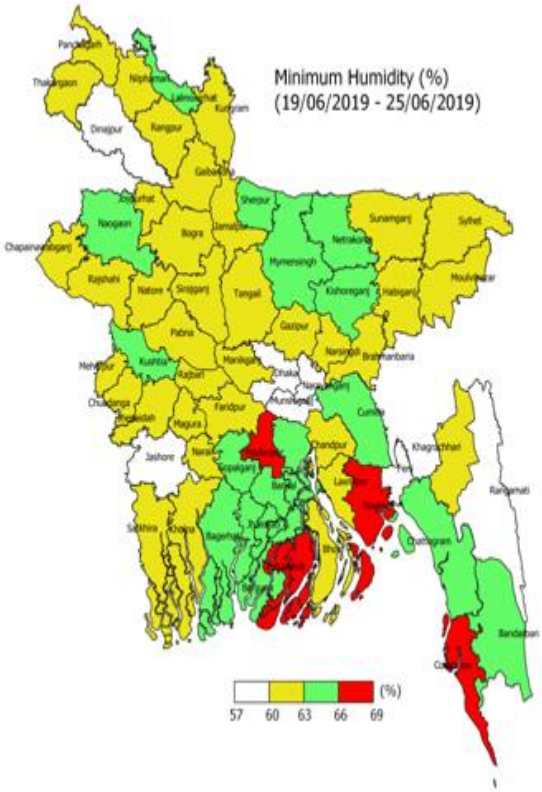
Minimum Humidity (%)
(19/06/2019 - 25/06/2019)
(%)
57 60 63 66 69

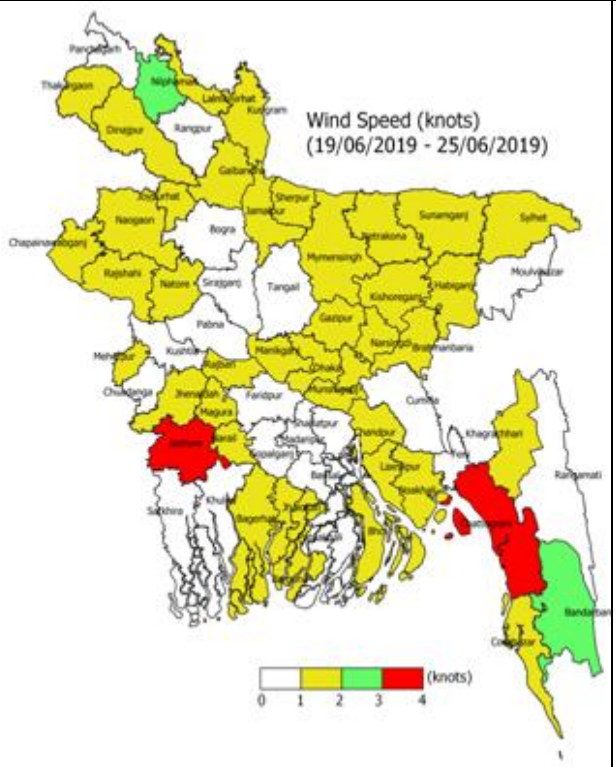
Wind Speed (knots)
(19/06/2019 - 25/06/2019)
(knots)
0 1 2 3 4

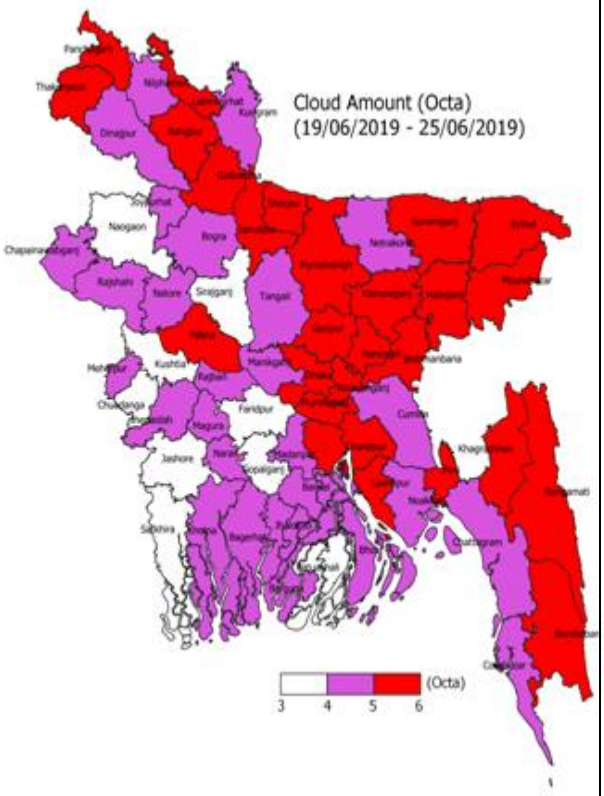
Cloud Amount (Octa)
(19/06/2019 - 25/06/2019)
(Octa)
3 4 5 6

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৬/০৬/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত): এ সপ্তাহে দিনের ৪.৫০-৫.৫০ ঘন্টা রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া বিরাজ করবে এবং প্রতিদিন গড়ে ৩.২৫ হতে ৪.২৫ মিমি পানির ঘাটতি হতে পারে ।

- এ সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের অনেক স্থানে এবং রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টিপাতের পরিমান বৃদ্ধি পেতে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ার্ধে সামান্য হ্রাস পেতে পারে ·

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৬জুন হতে ৩০ জুন পর্যন্ত)

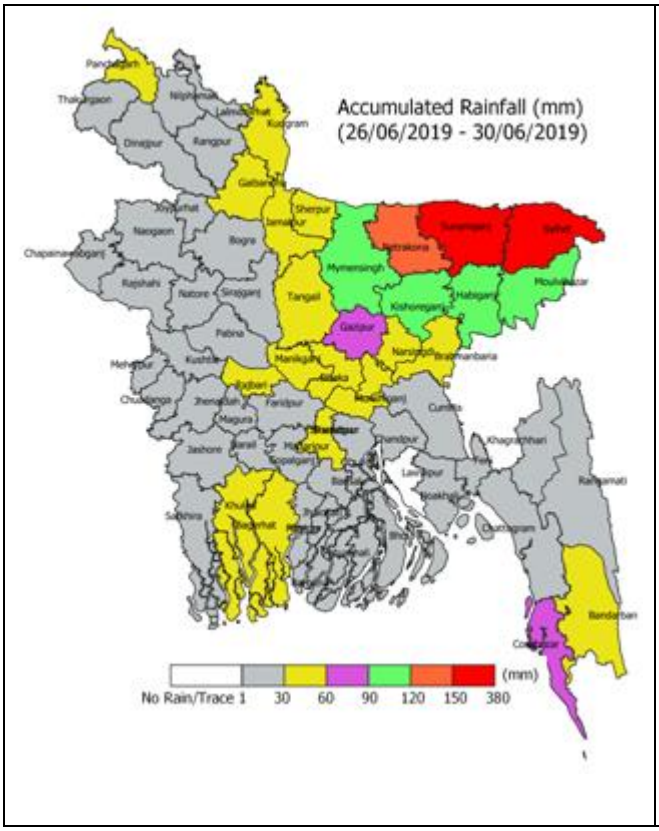

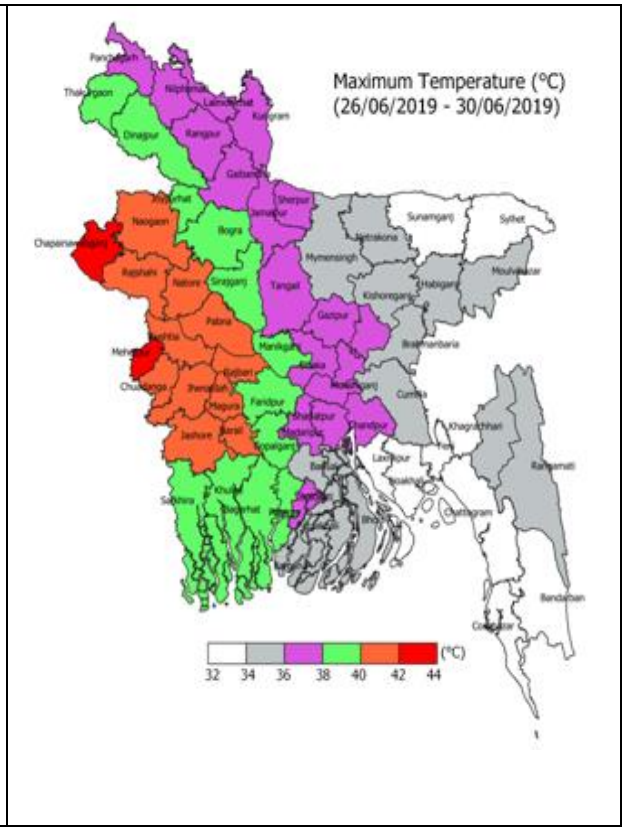

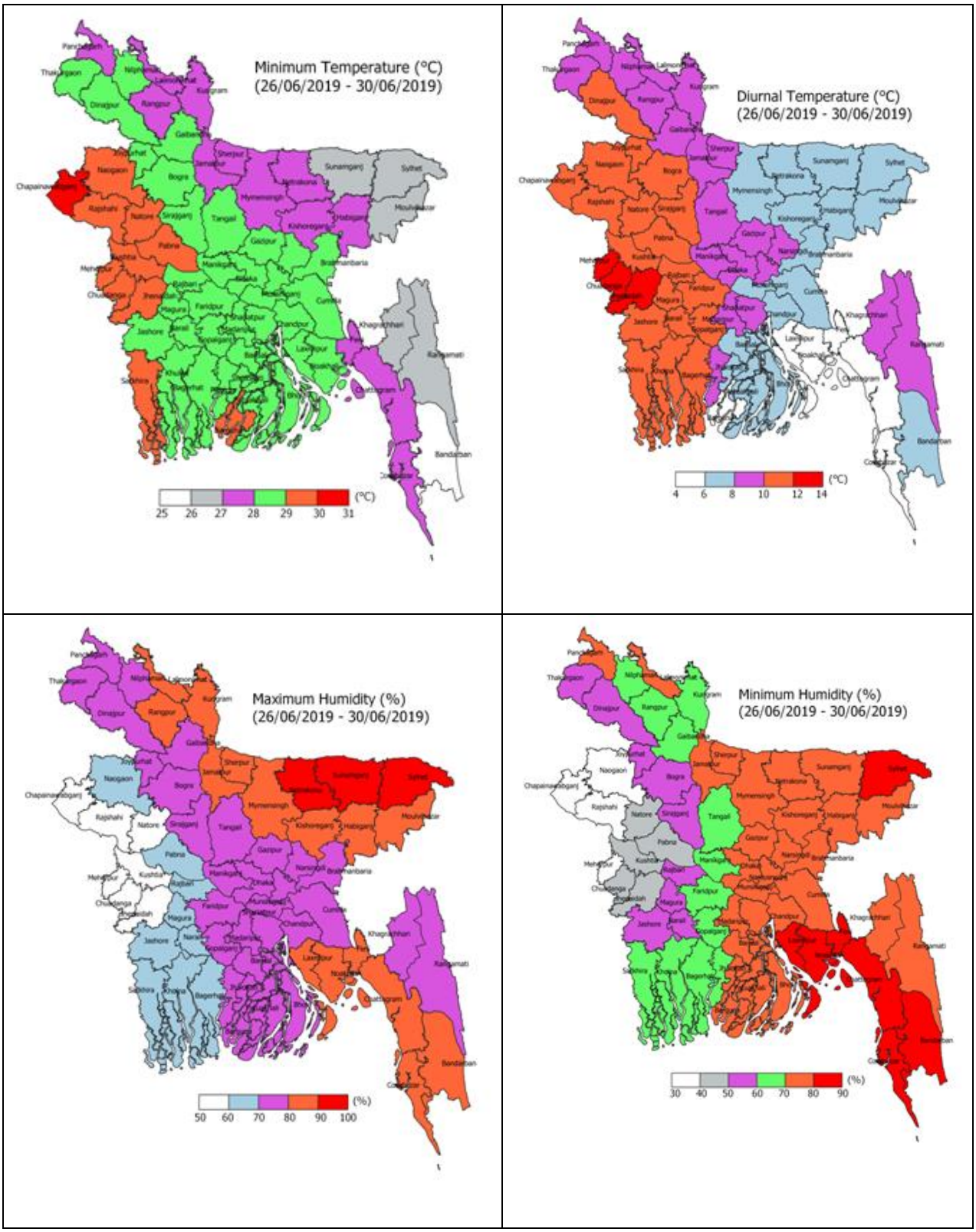
Minimum Temperature (°C)
(26/06/2019 - 30/06/2019)
(°C)
25 26 27 28 29 30 31
Diurnal Temperature (°C)
(26/06/2019 - 30/06/2019)
(°C)
4 6 8 10 12 14
Maximum Humidity (%)
(26/06/2019 - 30/06/2019)
(%)
50 60 70 80 90 100
Minimum Humidity (%)
(26/06/2019 - 30/06/2019)
(%)
30 40 50 60 70 80 90

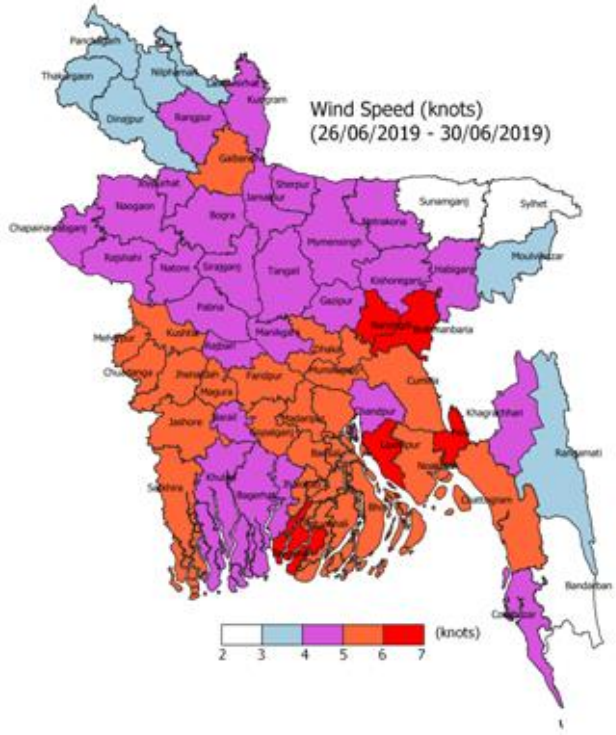

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 24 (11 June -17 June) over Agricultural regions of Bangladesh	NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 24 (11 June -17 June) over Agricultural regions of Bangladesh
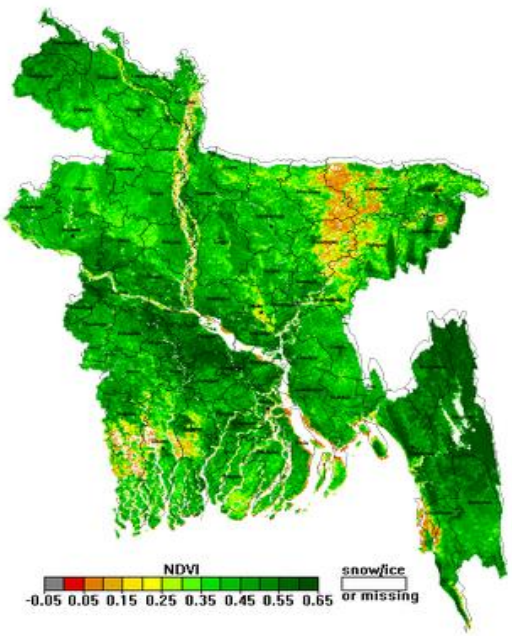	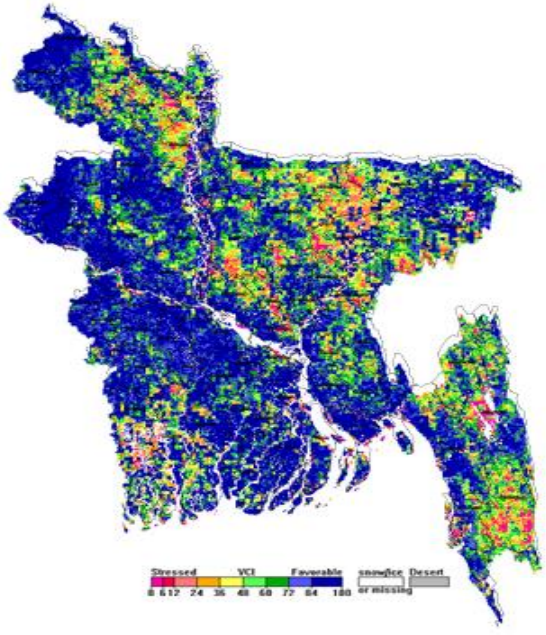
NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the	NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week

week number No. 24 (11 June -17 June) over Agricultural regions of Bangladesh	number No. 24 (11 June -17 June) over Agricultural regions of Bangladesh
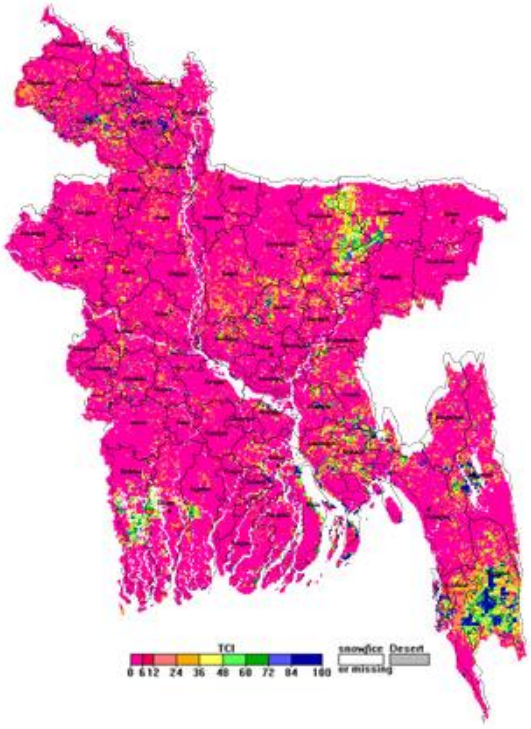	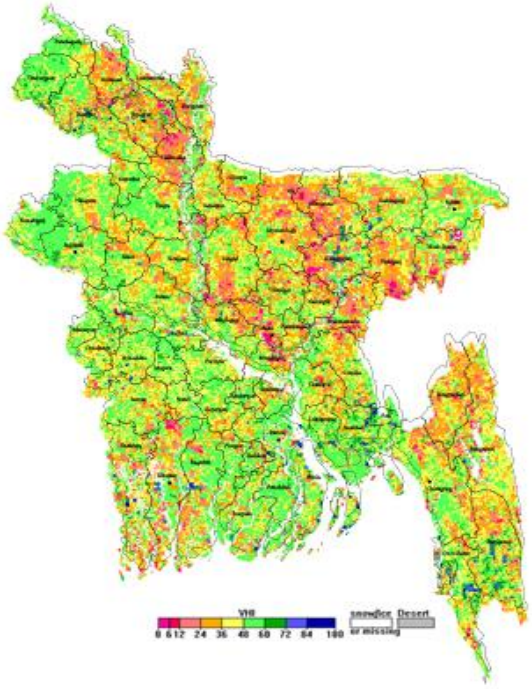

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলো স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, ও দক্ষিণ-পশ্চিম, জেলাগুলো শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

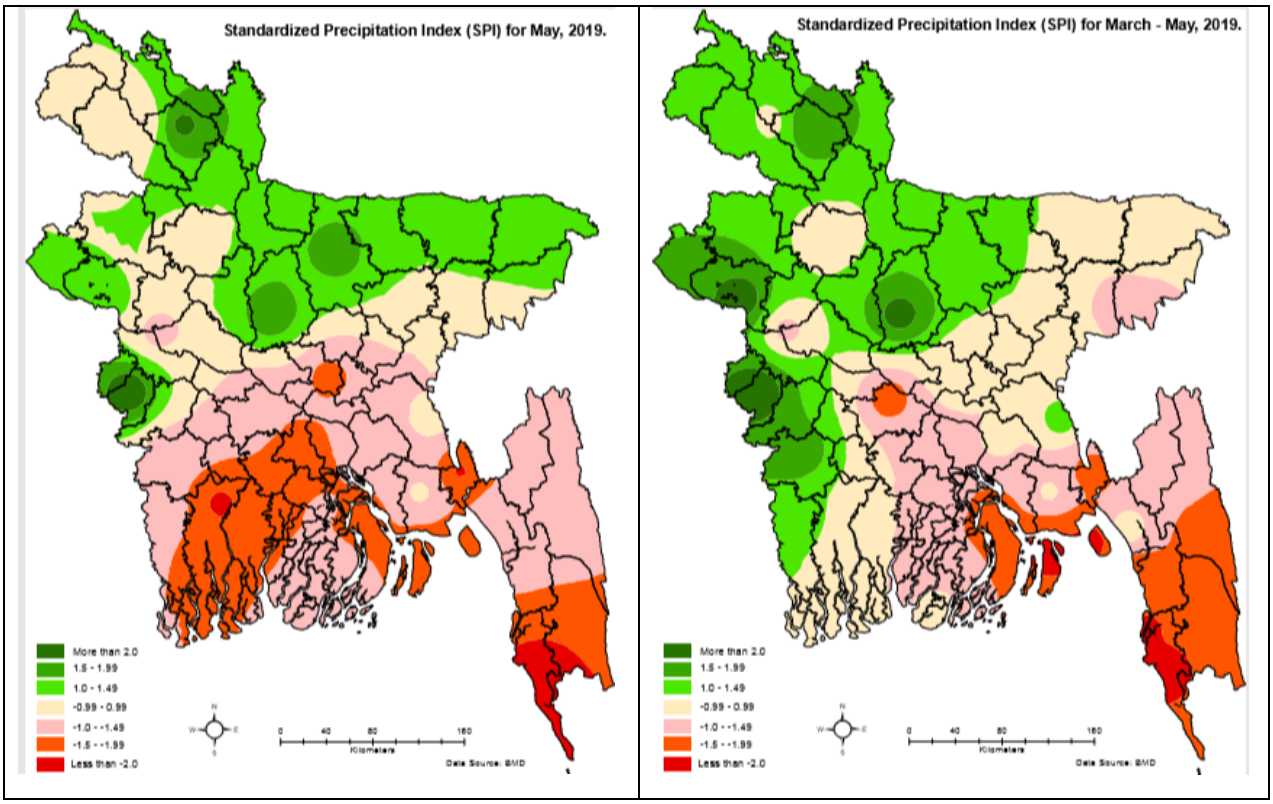

Source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)
২৬ জুন ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে যমুনা ও গঙ্গা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে। পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম ও মেঘালয় প্রদেশসমূহের কতিপয় অংশে আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় ভারী হতে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে যমুনা নদীর পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি পেতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় গঙ্গা নদীর পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৪	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০১ (গোয়াইন ঘাট)
বৃদ্ধি	৪৩	গেজ পাঠ আরম্ভ হয়নি	০১ (জাগির)
হ্রাস	৪৪	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
অপরিবর্তিত	০৫	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০২
		বিপদসীমার উপরে	**০০**